مجموعه پوستر

امام حسین (علیه السلام) و عاشورا

زبان بنگلا

মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়্যার প্রতি ইমাম হোসাইন (আ.) এর পত্র

মাকতালে খারেজেমি, খঃ- ১, পৃঃ ১৮৮।

«بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا ما أوصى به الحسين بن على الى أخيه محمد بن الحنفيه : انّ الحسين يشهد أن لااله الاّ الله وحده لا شريك له و أنّ محمّداً عبده و رسوله جاء بالحقّ من عنده و أنّ الجنّة حق و النار حقّ و الساعة آتيةٌ لاريب فيها وأنّ الله يبعث من فى القبور و انّى لم أخرج أشراً و لا يطراً و لا مفسداً و لا ظالماً و انّما خرجت لُطلب الاصلاح فى أمّة جدى أريد أن آمر بالمعرفو و أنهى عن المنكر و أسير بسيرة جدّى و أبى على بن أبى طالب فمن قبلنى بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ و من ردّ على هذا أصبر حتّى يقضى الله بينى و بين القوم و هو خيرالحاكمين . و هذه وصيّتى اليك يا أخى وما توفيقى الاّ بالله عليه توكّلت و اليه أُنيب »

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

ইহা হোসাইন ইবনে আলির ওসিয়তনামা, তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যার প্রতি। নিশ্চয় হোসাইন সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরিক নাই এবং হজরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসুল, যিনি সত্যসহকারে আগমন করেছেন। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বেহেশত ও দোযখ সত্য, কিয়ামত দিবস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নাই এবং সেদিন আল্লাহ তায়ালা সকলকে কবর থেকে উঠাবেন। এজিদের বিরুদ্ধে আমার কিয়াম কোন ফেৎনা, ফ্যাসাদ, ব্যক্তিগত চাহিদাপুরন ও শক্তিপ্রয়োগের জন্য নয়, বরং আমার নানা রাসুলুল্লাহ (সা.) এর উম্মতকে সংশোধন করার জন্য। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, সৎপথে আদেশ ও অসৎপথে নিষেধ করব এবং আমর নানা রাসুলুল্লাহ (সা.) ও আমার পিতা আলি ইবনে আবি তালেব (আ.) এর সিরাতের আনুগত্য করব। যে আমার দাওয়াত কবুল করবে সে সত্যকে কবুল করবে। আর যে আমার দাওয়াত কবুল করবে না, তার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করব এবং তা আল্লাহর ওপর অর্পন করব, আল্লাহ আমার মাঝে ও এ জাতির মাঝে ফায়সালা করবেন, আল্লাহই উত্তম ফায়সালাকারী। হে আমার ভাই, এ অসিয়ত আপনার প্রতি। সকল তৌফিক আল্লাহর তরফ হতে। আমি আল্লাহ প্রতি ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাব।

TVShia.com

ইমাম হোসাইন (আ.) মদিনায় নিযুক্ত এজিদের গর্ভনর ওয়ালিদের প্রস্তাবের জবাবে বলেনঃ

«ايها الامير انا اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل شارب الخمر وقاتل نفس المحرمة معلق بالفسق ومثلى لا يبايع لمثله ولكن نصبح و تصبحون وننظر وتنظرون اينا احق بالخلافة والبيعة؛

হে আমির আমরা মহানবি (সা.) এর আহলেবাইত, রেসালতের কেন্দ্রবিন্দু, ফেরেশতাগণের যাতাআত ও রহমতের স্থান। আমাদের মাধ্যমে শুরু ও শেষ হয়। এজিদ মদ্যপায়ি ও নিরঅপরাধ ব্যক্তির হত্যাকারী এবং স্পষ্ট ফাসেক। সুতরাং আমার মত ব্যক্তি তার মত ব্যক্তির বায়আত করতে পারে না। আমাদের মাঝে কে খিলাফতের জন্য উপযুক্ত, তা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধারন করব।

মওসুআতু কালামাতিল ইমাম হোসাইন (আ.), পৃঃ ২৮৩।

TVShia.com

ইমাম হোসাইন (আ.) ইরাকে সফর শুরু করার পূর্বে বনি হাশেমি বংশের লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেনঃ

«خُطَّ الْمَوْتُ عَلى وُلْدِ آدَمَ
مَخَطَّ الْقِلادَةِ عَلى جِيدِ الفَتاةِ
وَ ما أَوْلَهَنى إِلى أَسْلافى
إِشْتِياقَ يَعْقُوبَ إِلى يُوسُفَ.»

যুবতী মেয়ের গলার মালার ন্যায় সকল আদম সন্তানের গলার সাথে মৃত্যু ঝুলে আছে। হজরত ইয়াকুব যেভাবে হজরত ইউসুফের সাথে সাক্ষাতের আকাংখায় ছিলেন, আমি সেভাবে আমার মৃত আত্মীয়গণের সাক্ষাতের আকাংখায় রয়েছি।

বিহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৪, পৃঃ ৩৬৬।

TVShia.com

ইমাম হোসাইন (আ.) আশুরার দিন কারবালার ময়দানে এজিদি বাহিনীকে সম্বোধন করে বলেনঃ

فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَي قُلُوبِكُمْ

তোমাদের পেট হামাম খাদ্যে পরিপূর্ণ হয়েগেছে এবং তোমাদের অন্তরে মোহর লেগেগেছে।

বিহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৫, পৃঃ ৮।

TVShia.com

জিয়ারতে আশুরা

لعن اللّه امّة خذلتک و ترکت نصرتک و معونتک

আল্লাহ সেদলের প্রতি অভিসম্পাত করুক যারা আপনাকে অসম্মানিত করেছে এবং মদদ ও সহযোগিতা করা হতে বিরত থেকেছে।

TVShia.com

قال الحسين

وعلى الإسلام السلام

إذ بليت الأمة براعٍ مثل يزيد

যখন এজিদের মত ব্যক্তি কোন মুসলিম জাতির রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে স্বীকৃতি পায়, তখন ইসলামের খোদাহাফেজি ছাড়া আর কোন উপয় থাকে না।

আল লুহুফ, পৃঃ ২৪।

TVShia.com

ويلكم ما عليكم ان تنصتوا الى فتسمعوا قولى و انما ادعوكم الى سبيل الرشاد فمن اطاعنى كان من المرشدين ومن عصانى كان من المهلكين و كلكم عاص لامرى غير مستمع قولى فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. ويلكم الا تنصتون! الا تسمعون؟

বিহারুল আনওয়ার, খঃ ৪৫, পৃঃ ৮।

ইমাম হোসাইন আশুরার দিন এজিদি বাহিনীকে সম্বোধ করে বলেনঃ তোমাদের প্রতি দুর্ভোগ! আমার কথা গুরুত্বসহকারে শ্রবণ ও তার আনুগত্য করলে তোমাদের কি ক্ষতি হবে?! আমি তোমাদেরকে পূর্ণতার দিকে আহবান করছি। যে আমার অনুগত্য করবে সে সফলকাম হবে। আর যে আমার বিরোধিতা করবে সে ধবংস হবে। তোমারা আমার কথা শ্রবণ করছ না এবং আমাকে অমান্য করছ; কেননা তোমাদের পেট হামাম খাদ্যে পরিপূর্ণ হয়েগেছে এবং তোমাদের অন্তরে মোহর লেগেগেছে। তোমাদের প্রতি দুর্ভোগ! কেন তোমরা চুপ করে আছ?! তোমরা কি !?আমার কথা শুনছ না।

TVShia.com
০৯২১৭৮৪২১৫১

قال الحسين

اِنَّ النّاسَ عَبيدُ الدُّنْيا وَ الدِّينُ
لَعْقٌ عَلى اَلْسِنَتِهِمْ يَحوطونَهُ ما
دَرَّتْ مَعائِشُهُمْ فَاذا مُحِّصوا
بِالْبَلاءِ قَلَّ الدَّيّانونَ

তুহাফুল উকুল, পৃঃ ২৪৫।

ইমাম হোসাইন (আ.) বলেছেনঃ মানুষ দুনিয়ার গোলামে পরিণত হয়েছে আর দ্বিন শুধু তাদের মুখে উচ্চারিত হয়ে থাকে। তারা দ্বিনকে দুনিয়াদারির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেননা যখন তারা পরিক্ষার সম্মুখিন হয় তখন দ্বিনদারের সংখ্যা কমে যায়।

TVShia.com
০৯২১৭৮৪২১৫১